রাজনীতি

# ডাকসু নির্বাচনের পর বিপরীত হাওয়া কতটা সম্ভব

*আরিফুল সাজ্জাত*

আরিফুল সাজ্জাত

প্রকাশ: ১৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫ | ০৬:০৮

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের নির্বাচনের ফল দেখে হতবাক হওয়ার জোগাড় সেক্যুলার, প্রগতিশীল ও জাতীয়তাবাদীদের। যদিও ভোটের লড়াইয়ে তারা ছিলেন বহুভাগে বিভক্ত। কেউ বাম, কেউবা ছাত্রদল আর কেউ কেউ লড়েছেন স্বতন্ত্র হিসেবে। ফলাফল ঘোষণার পর সাবেক শিক্ষার্থী বেশির ভাগই সবচেয়ে বেশি হতাশ। ছাত্রশিবির তাদের

হারিয়ে দিয়েছে! বাংলাদেশ সৃষ্টির সময় মুক্তিযুদ্ধের সক্রিয় বিরোধিতা ও বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার পর ইসলামী ছাত্র সংঘ নাম পরিবর্তন করে সত্তর দশকের শেষদিকে ইসলামী ছাত্রশিবির নামে কাজ শুরু করে। আশির দশকে এদের চরম বিরোধিতার পর নব্বইয়ে ক্রিয়াশীল সব ছাত্র সংগঠন মিলে শিবিরকে ঢাবি ক্যাম্পাসে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়।

**জনতুষ্টিবাদী কর্মসূচি**

প্রায় সবারই ধারণা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা ভাবে রাষ্ট্রের চরিত্র কেমন হবে তা নিয়ে; ভাবে বিশ্ব নিয়ে। তাদের কাছে উপঢৌকনের চেয়ে বড় বিষয় উদারতাবাদ। মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদই তাদের ভিত্তি। এসব ন্যারেটিভ অসার প্রমাণ হয়েছে এবারের ডাকসু নির্বাচনে। হলে হলে শিবিরের ফিল্টার দিয়ে পানি পানের ব্যবস্থা, কোচিং ব্যবসার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ, দরিদ্র শিক্ষার্থীদের নগদ টাকায় বৃত্তি কিংবা পরিবহন ব্যবস্থাপনার উন্নতির প্রতিশ্রুতিতে বিভোর হয়েছেন শিক্ষার্থীরা? কিন্তু শিবির সমর্থিত প্যানেলের জয় আরও গভীর বিশ্লেষণের দাবি রাখে।

গত দেড় দশকে অব্যাহতভাবে ছাত্রলীগের সন্ত্রাস ও অগণতান্ত্রিক আচরণ শিক্ষার্থীদের মনকে বিষিয়ে তোলে। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানেও। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকতেই ছাত্রলীগকে ক্যাম্পাসছাড়া করা হয়। এর পেছনে সূক্ষ্ম পরিকল্পনা ছিল ছাত্রশিবিরের। ফলে গণঅভ্যুত্থানে সামনে থাকা বৈষম্যবিরোধীরাও ডাকসু ভোটে এসে অনেকটাই উবে গেছে ছাত্র রাজনীতির ক্যানভাস থেকে। অব্যাহত ভাঙন আর বৈশ্বিক ব্যবস্থার বিদঘুটে অবস্থায় বামপন্থি ছাত্র সংগঠনগুলোর অবস্থান ক্ষয়ে যেতে থাকে ২০০০ সালের শুরু থেকেই। বিপরীতে ছাত্রলীগ ও ছাত্রদলের অব্যাহত কোন্দল ও সন্ত্রাস দুই পক্ষকেই দুর্বল করেছে। টানা ক্ষমতায় থেকে সন্ত্রাস আর ভোগবিলাসে ধ্বংস হয়ে গেছে ছাত্রলীগ নেতৃত্ব। অন্যদিকে ছাত্রলীগের দমনপীড়নে মাথা তুলে দাঁড়াতেই পারেনি ছাত্রদল। জুলাই গণঅভ্যুত্থানের পর ক্যাম্পাসগুলোতে কার্যত অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে সংগঠনটি। বিপরীতে গোপনে কার্যক্রম চালিয়ে আর ছাত্রলীগের ছায়ায় থেকে ধীরে ধীরে নিজেদের সংহত অবস্থানটি জুলাই অভ্যুত্থানের পর আরও পোক্ত করে ছাত্রশিবির। একদিকে ধর্মীয় মতাদর্শ ও অনুশাসন মেনে চলা, নেতাদের

ভালো ছাত্র হওয়া, বিতর্কসহ বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচির মাধ্যমে পরিচিত আর জনতুষ্টিবাদী কার্যক্রম শিবিরের ডাকসু নির্বাচনে ভালো করার মূলমন্ত্র। সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের প্রচ্ছন্ন সমর্থন।

খেয়াল করলে দেখা যাবে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা ১০ বছরের ব্যবধানে মূলত আন্দোলন করেছে সরকারি চাকরিতে কোটা ব্যবস্থা নিয়ে। একবার তারা সেটা বাতিল করতে বাধ্য করে। অন্যবার আদালতের নির্দেশে কোটা পুনর্বহাল হলে তার বিরুদ্ধে নেমে সরকারকেই বিদায় করে দেয়। এটা কিন্তু ৬০, ৭০, ৮০, ৯০ কিংবা শূন্য দশকের ছাত্র আন্দোলন থেকে একেবারেই ভিন্ন। ফলে তরুণ শিক্ষার্থীদের মনস্তত্ত্ব কোন পথে, সেটা ভালো করে খেয়াল করলেই বোঝা যায়।

**বিপরীত হাওয়ার সম্ভাবনা**

সেক্যুলার আর জাতীয়তাবাদীরা কি বসে থাকবে? সরল উত্তর- না। বিপরীতে ইতিহাস বলে, জনতুষ্টিবাদ দিয়ে ডানপন্থিরা নির্বাচনে ভালো করার পরই তার আসল রূপ বের হয়ে আসে। যার অনেক উদাহরণ বিশ্বে রয়েছে। সর্বশেষ, মিসরে কী হয়েছে সেটা আমরা সবাই জানি। এখন ছাত্রশিবির তাদের সংগঠনগত মতাদর্শ বাস্তবায়নের চেষ্টা করবে কৌশলে বা সরাসরি। নারীকে তাদের মতো দেখতে চাওয়া এবং তা নিয়ে বিভিন্ন ধরনের পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে নিজস্ব বয়ান প্রতিষ্ঠিত করতে চাইবে তারা। জাতীয় রাজনীতিতে মোমেন্টাম পেতে ডাকসুর প্ল্যাটফর্মও ব্যবহার করতে বাধ্য হবে শিবির। আর অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে থাকা তাদের সমর্থক ও কর্মীদের কর্মকাণ্ড আরও বেশি করে সামনে আসবে। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে তাদের অনলাইন ও অফলাইন আক্রমণাত্মক কর্মকাণ্ড, নারীবিদ্বেষী আচরণ কিংবা সন্ত্রাসের ঐতিহ্য শিবির চেপে রাখতে পারবে কিনা, সেটাই সামনের দিনে তাদের টিকে থাকাকে নির্ধারণ করবে। অন্যদিকে সংগঠিত, শক্তিশালী ও জনতুষ্টিবাদীদের হারাতে প্রয়োজন পাল্টা মতাদর্শ ও সুশৃঙ্খল নেতৃত্ব। যারা এসব নিয়ে সামনে হাজির হবে, তাদের হাতেই পরাজয় ঘটবে জয়ের ঢেঁকুর তোলাদের।

**জাতীয় রাজনীতিতে প্রভাব**

ষাটের দশকে ডাকসুতে বামপন্থি ও জাতীয়তাবাদীদের ছিল জয়জয়কার। যার ফলাফল স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ। আশির দশকে ডাকসু ছিল সমাজতান্ত্রিক আর গণতন্ত্রপন্থিদের হাতে। তারই পরিণতি নব্বইয়ের স্বৈরাচার পতন। আইকনিক যেসব নেতা ডাকসুতে ভালো করেছেন, তাদের দল শক্তিশালী থাকলে জাতীয় রাজনীতিতেও ভালো ফল করেছেন। কিন্তু যাদের মূল দল দুর্বল ছিল, জাতীয় নির্বাচনে তারা ভালো করতে পারেননি। উদাহরণস্বরূপ মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম কিংবা মাহমুদুর রহমান মান্নার কথা বলা যায়। বিপরীতটা ঘটেছে আমান উল্লাহ আমানের বেলায়। অবশ্য ডাকসুর একটা মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব কিন্তু জনপরিসরে বিস্তার লাভ করেছিল সবসময়। পরবর্তী সময়ে যার ফল পায় আওয়ামী লীগ ও বিএনপি। জামায়াত পাবে কিনা, দেখার বিষয়। ডাকসু নির্বাচনে জামায়াতের প্রশাসনিক প্রভাব ও আধিপত্য, কিছু কিছু ক্ষেত্রে অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার অভিযোগ অন্য একটি বিষয় মনে করিয়ে দেয়। দেশের নির্বাচন ব্যবস্থা ধ্বংসের কারণে গণঅভ্যুত্থানের পরও সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠে এমন অভিযোগ আভাস দিচ্ছে- সামনের দিনগুলোতে হয়তো ভালো কিছু অপেক্ষা করছে না।

আরিফুল সাজ্জাত: সাংবাদিক ও সাবেক ছাত্রনেতা
swzibt.du@gmail.com

বিষয় : রাজনীতি